

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: রংপুর

		
		
<p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p>		
তারিখ : ০৫ জুলাই, ২০২০ বুলেটিন নং ১৬০	০৫ জুলাই হতে ০৯ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন	

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০১ জুলাই হতে ০৪ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০১ জুলাই	০২ জুলাই	০৩ জুলাই	০৪ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৮.০	৫৬.০	২০.০	৬.০	৬.০-৫৬.০ (৯০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮.০	৩০.৩	৩০.৩	৩৩.০	২৮.০-৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৬	২৬.৫	২৫.২	২৫.৭	২৫.২-২৬.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৭.০-৯৪.০	৯২.০-৯৮.০	৭৮.০-৯৬.০	৭০.০-৯৫.০	৬৭-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	১.৯	৩.৭	৩.৭	০.০-৩.৭
মেঘের পরিমাণ (অক্টা)	৮	৮	৬	৬	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ- পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ- পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ- পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ- পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ- পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০৫ জুলাই হতে ০৯ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৭৩.৭ (১১৫.৩)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.১-৩৪.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৭-২৭.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭০.০-৯৩.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৩-৪.৬
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘলা আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে ১১৫.৩ মি.মি. বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

কাইচ খোড় থেকে সংগ্রহ পর্যায়-

- বৃষ্টি না থাকলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- কাইচ খোড় পর্যায় থেকে জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন। শক্ত দানা পর্যায়ে জমির পানির স্তর ২-৩ সে.মি. বজায় রাখুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- গাঙ্গী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গাঙ্গী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টি না থাকলে অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- যত দ্রুত সম্ভব বপন সম্পন্ন করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।

- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমিতে ৫-৭ সেমি পানি রাখুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- অনুকূল পরিস্থিতিতে ত্রি ধান৩০, ত্রি ধান৩২, ত্রি ধান৩৯, ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৬২, ত্রি ধান৭১, ত্রি ধান৭২, ত্রি ধান৭৫, ত্রি ধান৮০, ত্রি ধান৮৭, ত্রি ধান৯০, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪, ত্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।

ভুট্টা:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ফসল পরিপক্ক অবস্থায় পাখির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ডিমের স্তুপ ও ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে ধ্বংস করুন। পর্যবেক্ষণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। বৃষ্টিপাতের পর টেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, টেঁড়শ লাগান।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- গোড়া পচা, কাণ্ড পচাসহ অন্যান্য রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন।
- ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চলে পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি ৪ লিটার পানিতে ৩ মিলি ডাইক্লোরভস অথবা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি এন্ডোসালফান মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- দমকা হাওয়ায় যেন ভেঙে না যায় সেজন্য পানের বরজের বেড়া মজবুত করে দিন।
- নিয়মিত আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য পান পাতার বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- কাণ্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- ভারী বৃষ্টিপাতের সময় গবাদি পশুকে ছাউনির নীচে রাখুন।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।

হাঁসমুরগী:

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

